বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি

জীবনের দামে কেনা জীবিকা

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা
শিশির মোড়ল

বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি

জীবনের দামে কেনা জীবিকা

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা
শিশির মোড়ল

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৪/৪/১(বি) (চতুর্থ তলা), ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২১৩৮৫, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৫৭৬৪
E-mail: sehd@citechco.net

গ্রন্থস্বত্বঃ সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) জুন, ২০০০

প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ছাড়া এ গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

আইএসবিএন: ৯৮৪-৪৯৪-০১০-৯
ISBN: 984-494-010-9

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জন্ম লগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের মানবাধিকার, পরিবেশ, আদিবাসী, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করছে এবং বই, সাময়িকী ও রিপোর্ট প্রকাশ করছে।

প্রচ্ছদ
নিয়াজ মজুমদার

মুদ্রণ
দি ক্যাড সিস্টেম

মূল্য: ২০০ টাকা US$10

Bangladeshe Jounota Bikri: Jiboner Dame Kena Jibika is a book about the commercial sex workers in Bangladesh; a marginalised group which is socially outcast, legally deprived, and victim of poverty, exploitation and oppression in a traditional, patriarchal society. The book is published by the Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka, Bangladesh. June, 2000

আমাদের কথা

প্রথমেই অকপটে বলতে চাই, এ বইটি কী নয়। বাংলাদেশে যৌনতা-বিক্রি এবং এ দেশের যৌনকর্মীদের সম্পর্কে কোনো দীর্ঘ ও গভীর গবেষণার ফসল এটা নয়। আমরা দুজন সাংবাদিক বিষয়টি বুঝতে চেয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা যেটুকু বুঝতে পেরেছি এবং যেসব টুকরো ছবি দেখতে পেয়েছি, সেসব কথাই আমরা এখানে লিখেছি। তবে সাংবাদিকতা শেখার সময়ে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ থাকার যে আদর্শের কথা জেনেছিলাম, এই বইতে সেটা বজায় রাখতে পারি নি।

বিভিন্ন সময়ে যৌনকর্মীরা যখন 'খবর' হওয়ার যোগ্য হয়েছেন তখন তাঁদের কথা আমরা লিখেছি। তারপর তাঁদের ভুলেও গিয়েছি। কিন্তু গতবছর নারায়ণগঞ্জের পতিতালয়দুটি উচ্ছেদের সময় তাঁদের সাথে কিছুটা বেশি যোগাযোগ হলো। তাঁদের পেশার পরিচয় ছাপিয়ে কেউ কেউ আমাদের সামনে বড় বেশি জীবন্ত মানুষের পরিচয় নিয়ে দাঁড়ালেন। আমরা কৌতূহলী হলাম, আগ্রহী হলাম তাঁদের কথা আরেকটু জানতে।

আর জানতে গিয়েই নতুন করে ভাবতে শিখলাম, প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব একটা জীবন থাকে যে জীবনের অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি হিসেবে তিনি অনন্য। কিন্তু আবার, তাঁর জীবনের সাধারণ দাবি-চাহিদা, আশা-আকাঙ্খাগুলো অন্য আর দশজনেরই মতো। উচ্ছেদের পুলিশি তান্ডবের হাত এড়িয়ে অসুস্থ যে মেয়েটি টানবাজারের এক বাড়িতে এক কোনায় ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালে নিজের তছনছ হয়ে যাওয়া জগতের দিকে যে রকম শূণ্য চোখে তিনি তাকিয়েছিলেন, সে ছবি ভুলতে পারি না। রাস্তায় বাস-করা যে কিশোরীটি সারারাত খদ্দেরের চাহিদা মিটিয়ে ফিরে নিজের একমাত্র সম্বল ব্যাগটি খুলে সাজপোশাক করছিল, হঠাৎই আমাদের দলের মহিলা সাংবাদিককে নেল-পলিশ লাগিয়ে দিতে চাইলো সে। নিজের জীবনকথা বলল, আর বলল 'এই রং যতদিন

থাকবে, আমার কথা আপনার মনে থাকবে।' নখের রং মুছে গেলেও তার কথা আমরা ভুলব কী করে?

কী করে ভুলব, যে সমাজ নৈতিকতা আর আদর্শের দাবিতে এই মেয়েদের সবরকম অধিকার অস্বীকার করে তাঁদের জীবনের বাইরে ঠেলে দেয়, সে সমাজের সুবিধা-ভোগকারী মানুষদের মধ্যে আমরাও পড়ি? কী করে ভুলব, যাঁরা এই মেয়েদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, প্রতিদিনের জীবনে তাঁরাই আর দশজনের সাথে সমান অধিকারে, সমান সম্মানে বেঁচে থাকেন? কী করে ভুলব, নিজের এবং পরিবারের মুখে ভাত যোগানোর জন্য যে মেয়েরা এই জীবিকায় আসেন, সেই জীবিকার দাম দেন তাঁরা নিজেদের পুরো জীবন দিয়ে? অথচ, সেই জীবিকার এতটুকু স্বীকৃতিও তাঁরা পান না যার জোরে সাধারণ নাগরিকের অধিকারগুলো তাঁদেরও হয়!

সমাজ যৌনতা-বিক্রি বন্ধ করতে চায় কি না, বা আদৌ সমাজ সেটা করতে পারবে কি না সে বিতর্ক চলে তো চলুক। কিন্তু যে মেয়েরা এই কাজ করছেন, তাঁদের মৌলিক এবং পেশাগত অধিকারগুলো দেয়ার সিদ্ধান্ত এবং চেষ্টার ব্যাপারে বিতর্কের সুযোগ বা সময় নেই বলেই আমাদের মনে হয়েছে। এই মেয়েদের যে কজনের জীবনের কথা যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি, সেই জানা থেকেই আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। আর তাই তাঁদের কথা আমরা অন্যদেরকে জানাতে চেয়েছি। (সঙ্গত কারণেই এখানে দুজন ছাড়া অন্য মেয়েদের এবং খদ্দেরের ঠিক নামগুলো দেয়া হয়নি।) বইটি পড়ে কারো যদি এ বিষয়ে কোনো মতামত বা দিক্-নির্দেশনা থাকে, আমাদের তা লিখে জানালে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে সাহায্য হবে।

আমরা জানি কয়েক ঘন্টার, কয়েক দিনের, কয়েক মাসের আলাপে একজন মানুষের জীবন সবটুকু জানা যায় না। এবং একজন মানুষের কথা আরেকজন কখনোই পুরোপুরি বলতে পারেন না। তারপরও যে আমরা তাঁদের কথা বলতে চেষ্টা করেছি, সে ধৃষ্টতার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা চাই। আমরা যা বলেছি, সেখানে ভুল-ত্রুটি যা হয়েছে এবং সেখানকার কিছু কথা যদি তাঁদের অন্যায় মনে হয়, সে জন্যও মেয়েদের কাছে আমরা আগাম ক্ষমা চাইছি। আর আমরা আশা করছি তাঁরা যেন নিজেদের কথা নিজেরা বলার সম্পূর্ণ সুযোগ পান।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এই বইটি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের অধিকার আদায়ের পক্ষে কাজ করতে চেষ্টা করে। সেড আমাদেরকে এ দেশের সমাজ-প্রত্যাখ্যাত একটি গোষ্ঠীর কথা বলার সুযোগ দিয়েছে সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ সেই মেয়েদের কাছে

যাঁরা তাঁদের জীবিকার সংগ্রামের মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন, তাঁদের কথা আমাদের বলেছেন।

আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারতাম না। নাম করতে গেলে সেই তালিকা এতই দীর্ঘ হবে যে সে চেষ্টা না করে আমরা সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেড-এর কর্মীদেরকেও, যাঁরা বইটি তৈরির নানান পর্যায়ে নিরলস খাটনি করেছেন। তাঁদের এবং আমাদের এ চেষ্টা সার্থক হবে, যদি এর ফলে যৌনকর্মীদের স্বীকৃতি এবং অধিকার কিছুটা অন্তত আদায় হয়।

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা
শিশির মোড়ল
জুন, ২০০০

সূচিপত্র

যৌনতা-বিক্রি কি বৈধ পেশা হতে পারে? ১
পেশা বিতর্ক ২
পাবলিকই বলে দিচ্ছে এটা 'কাজ' — হাজেরা ৬
আমি কাজ করেই খাই, মাগনা খাই না — মমতাজ ৯
এই বৃত্তি বৈধ করার প্রশ্ন আসে না — অ্যাডভোকেট সালমা আলী ১১
রাষ্ট্র কি পতিতাবৃত্তির চাহিদা বন্ধ করতে পারছে? — ডা. মনিকা বেগ ১৪
এ ব্যবস্থা সমাজেরই গড়া — অধ্যাপক জারিনা রহমান খান ১৭
এই মেয়েরা অবশ্যই পেশাদার কর্মী — মাহবুবা মাহমুদ ২০
চাই আইনি স্বীকৃতি এবং নিয়ন্ত্রণ — খোন্দকার রেবেকা সানইয়াত ২৪
পেশাগত লাইসেন্স তাঁদের কিছু অধিকার দেবে — অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন ২৭
আইন: ধরি মাছ, না ছুঁই পানি ৩০

পতিতালয় উচ্ছেদের রাজনীতি-অর্থনীতি ৩৫
পতিতালয় উচ্ছেদ: কার স্বার্থে? ৩৬
নারায়ণগঞ্জ: পুনর্বাসনের মোড়কে উচ্ছেদ ৩৭
আমাদের বের করে নিয়ে যান ৪০
টানবাজার যেমন ছিল ৪৩
কান্দুপট্টি উচ্ছেদ: যে নৈতিকতা অমানবিক ৪৫
পুনর্বাসন? ৪৭
সংক্ষেপে কান্দুপট্টি ৪৭

যৌনতা বিক্রির বাজারে ৫১
পতিতালয়ের জীবনচক্র ৫২
বানিশান্তা: সমুদ্রবন্দরের পতিতাপল্লি ৬৩
মন্দিরের নামে পরিচিত এক পতিতালয় ৬৪
দৌলতদিয়া: অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জীবন ৭৪
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি: এইড্‌স, যৌনরোগ, এবং . . . ৮২

পতিতালয়ে যে মেয়েরা কাজ করেন ৮৯
কারা, কীভাবে যৌনকর্মী হন ৯০
মৃত্যুর পর মাটির আকাঙ্খা ৯৬
হয়ত আপনার মতোই একজন লেখক হতাম হাজেরা ১০০
দীপারানি পালের ঘরে ফেরা ১১১
একদিন প্রতিদিন ১১৫

মমতাজ: নদী থেকে সাগরে ১১৬
শাশুড়ি, স্বামী, সন্তানদের খাওয়ান চম্পা ১২৩
স্বামীর কাজটা দশ-বারো জন করলে কষ্ট না? — মোমেনা ১২৭
কিছু সমস্যা, আকাঙ্খা, চাহিদা ১২৮
আমাদের একেবারে মেরে ফেলেন — শিউলি ১৩০
রেণু: যৌনকর্মীর শেষবেলা ১৩২
টানবাজার ফেরত চান ইয়াসমিন ১৩৫
এবার আর ভোট দেব না — নাসিমা ১৩৭
সুমি: নিজের মতো করে বাঁচার চেষ্টায় ১৪১
যৌনকর্মীদের দাবিদাওয়া ১৪৪
ওরা শুধু একটা কাজই পারে — জাহাঙ্গীর, খদ্দের ১৪৫

যৌনতা বিক্রির ভাসমান বাজার ১৫১

রাস্তার জীবন ১৫২
ভালো হতেই পয়সা লাগে —করিমন ১৫৫
কয়েকদিন বিশ্রাম চান লাভলি ১৫৮
রাস্তায় সবচেয়ে বড় বিপদ পুলিশ ও মাস্তান —স্বপ্না ১৫৯
পতিতাবৃত্তির উচ্চস্তর ১৬০
বেদানা: আশ্রয়কেন্দ্র, বিয়ে এবং অবশেষে রাস্তায় ১৬৫
বিদেশীরাও বুলবুলিকে নেয় ১৬৮

অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মী: দেয়ালে পিঠ-ঠেকা জীবন ১৭৩

শিশু-কিশোরীদের চাহিদা বাড়ছে, যোগান বাড়ছে ১৭৪
টিয়া বলে, 'কপালে ছিল' ১৭৮
পুলিশে দৌড়ায়, মাস্তানে মারে, 'সিরিয়াল' করে —টগর ১৮৪
নীলাকে মেয়ে বলে মানে নি বাবা ১৮৬
থাকার কষ্টটাই সবচেয়ে বেশি —আসমা ১৮৮

ওরা মায়ের সন্তান ১৯১

সামাজিক কলঙ্ক সন্তানকেও ছাড়ে না ১৯২
সন্তানরা কী চায় ১৯৬

কারা কী করছে ২০১

যৌনকর্মী ও বৃহত্তর সমাজ ২০২
আপন শক্তির খোঁজে ২০৫

পাঠ-সহায়িকা ২১০

সাক্ষাৎকার থেকে

মাথা খারাপ! ... ওদের বিশ্বাস করা যায়? আর তা ছাড়া, ওরা শুধু একটা কাজই পারে।
– *জাহাঙ্গীর,* খদ্দের

আমার এই অবস্থার জন্য আমি তাই সমাজ, সরকার, দেশ, জাতি সবাইকে দোষারোপ করি। তারাই আমাকে বারবার *ঠেলে* দিয়েছে এ দিকে। সুতরাং যৌনকর্মী আমি হয়েছি, যৌনকর্মী হওয়ার পুরো অধিকার আমার আছে।
– *হাজেরা*

এখন রাস্তায় কাজ করি। ... যে শর্তেই কাজ পাই, করতে হয়। কান্দুপট্টি ভেঙে দেয়াতে আমাদের এখন কোনোরকম জোর নাই।
– *চম্পা,* কান্দুপট্টি থেকে উচ্ছেদকৃত

সরকার যে পুনর্বাসনের কথা বলল তার কী করল?... এখন আমি চাই আমাদের টানবাজারটা ফিরত দিক। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক তো। আমাদের বাঁচার অধিকার আছে না?
– *রেণু,* টানবাজার থেকে উচ্ছেদকৃত

খারাপ কাজে আসলে আমার মন টিকছে না আর। পুলিশে দৌড়ায়, ধমকাধমকি করে, মাস্তান পোলাপান জোর কোরে কাজ করে।
– *টগর,* অপ্রাপ্তবয়স্ক, ভাসমান

...তবে সব খদ্দের কনডম ব্যবহার করতে চায় না। তখন আমি কাজের পর ভালো করে ধুয়ে নেই। তাহলে তো আর রোগ হবে না বলেই মনে হয়।
– *টিয়া,* অপ্রাপ্তবয়স্ক, ভাসমান

সেড

আইএসবিএন ৯৮৪-৪৯৪-০১০-৯